বসুমিত্রের অমৃত-রস-নির্ঝর

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর

চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

শ্রেষ্ঠাংশে

ভানু "বাঁড়ুজ্যে" • জহর "চাটুজ্যে"

সবিতা চট্টো • গুরুদাস • মিতা চট্টো • শিশির

অজিত • তুলসী • শীতল • অনিল • সুধাংশু

সরল • সুশীল • পূর্ণিমা • রাজলক্ষ্মী

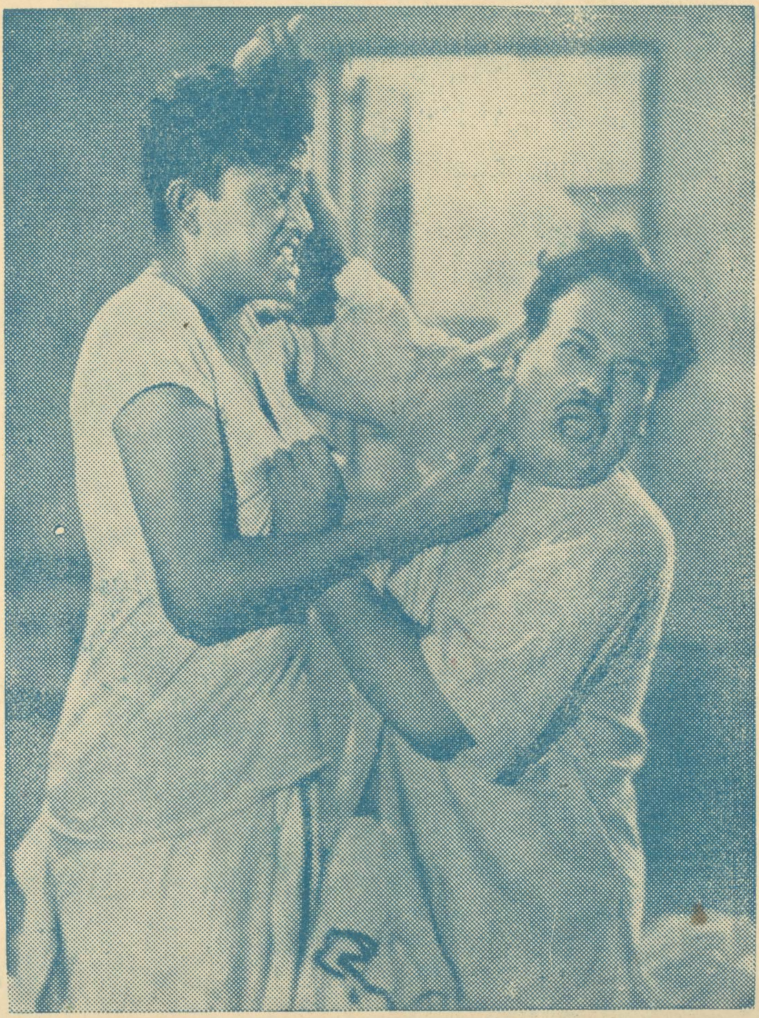

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

জগত্তারিণী আশ্রম

ভদ্র মহোদয়গণের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে

জগত্তারিণী আশ্রমের একমাত্র সত্বাধিকারী চক্রবর্তী মহাশয় (গুরুদাস) -কে দেখা গেল বাজার-ফেরৎ থলি হাতে অত্যন্ত বিরসবদনে তার আশ্রমটিতে প্রবেশ করতে। আশ্রমের বাসিন্দারা এক-একটি রাক্ষস, আর তাদের আশ্রয়দাত্রী হল একটি শূর্পনখা -অর্থাৎ ভবতারিণী (পূর্ণিমা)। নামে আশ্রমের দাসী কিন্তু আসলে সকলের গুরুঠাকুর।

বড় শখ করে, বড় লাভের আশায় চক্রবর্তী "ভদ্রমহোদয়গণের আহার ও বাসস্থানের বিশেষ সুবন্দোবস্ত" করেছিলেন। শুধু কলকাতা নয়, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বাছাই করা ভদ্রমহোদয়গণের সমাবেশ হয়েছে জগত্তারিণী আশ্রমে। স্ব হতে অশ্বদের পিতৃ-পিতামহের পরিচয় অধিক কণ্ঠস্থ একজনের (সরল) আরেকজন ঘোর বিপ্লবী—তবে নেতা নয়—অভিনেতা। আশ্রমের দশফুট x বারোফুট রঙ্গমঞ্চে কখনো ভবতারিণীর সামনে দিগ্বিজয়ী নাদিরশাহ কখনো বা চক্রবর্তীর গলার আওয়াজে প্রেমময়ী দলনী বেগম। কেউ তোৎলা অথচ গায়ক (অজিত), কেউ হোঁৎকা অথচ নায়ক (শ্যাম লাহা) হতে বদ্ধপরিকর। কেউ বা অত্যধিক বিনয়ী—মুখে কথা ফোটে না—এবং সেইসঙ্গে বোবা-ও। শুধু এক বিষয়ে সকলেরই আশ্চর্য মিল স্বভাবের। মাসকাবারে কান কেটে নিলেও কপর্দক আদায় হবার সম্ভবনা নেই

কারো কাছে। তার উপর রয়েছে ভবতারিণীর আস্কারা। ভদ্রমহোদয়গণের ভদ্রতায় নাজেহাল হয়ে পড়ে চক্রবর্তী। দেশে রেখে আশা মাতৃহীনা অনূঢ়া কন্যাদের জন্যেই যেটুকু চিন্তা নইলে কবে এই ভদ্রমহোদয়গণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করত চক্রবর্তী।

এবম্বিধ কন্যাদায়গ্রস্থ চক্রবর্তীর আশ্রম-স্বর্গে হেনকালে আবির্ভূত হল দুটি দেবদূত—ক্ষুদিরাম (ভানু) ও পুঁটিরাম (জহর)। একটিমাত্র ঘর খালি ছিল—চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে ভবতারিণী এবং ভবতারিণীর অসাক্ষাতে চক্রবর্তী যথাক্রমে সেটি ভাড়া দিয়ে দিল ক্ষুদিরাম ও পুঁটিরামকে। তারপর যখন একই ঘরের দুই দাবীদার উপস্থিত হল ঘরের দখল নিতে তখন তাদের সামলাতে হল ভবতারিণীকে—নিছক ঘটের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু অঘটন ঘটিয়ে। ক্ষুদিরাম ও পুঁটিরাম পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই ঘরে বিচরণ করতে লাগল মনের আনন্দে এবং বিচরণ করত হয়ত বাকি জীবন কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের খবর পৌছে গিয়েছে দিগম্বরী ঠাকুরাণী (রাজলক্ষ্মী)-র কানে।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী কুলীনকন্যা, বিষয়-সম্পত্তি তার প্রচুর। উপযুক্ত পাত্র অভাবে সুবিধেমত বিয়ে আর তাঁর হয়ে ওঠেনি। এ-পর্যন্ত সাত শ' কুলীন পাত্র খুঁজে বের করা হয়েছে, তিন শ' সাতাশী জনের সঙ্গে তার মধ্যে হয়েছে পাকা দেখা, নিরানব্বই জনের সঙ্গে গায়ে হলুদ, সাঁইত্রিশ জনকে আনা গিয়েছিল ছাদনাতলা পর্য্যন্ত, এগারো জনকে রাখা গিয়েছিল সাতপাকের তিনপাক অবধি, একজন পালিয়েছিল পাঁচ পাকের মাথায়।

মোটকথা দেবী দিগম্বরী এখনো অনূঢ়া এবং সেই অবস্থায় তার কানে পৌছল জোড়া-পাঁঠার মত জোড়া-কুলীন পাত্রের খবর—ক্ষুদিরামের এবং পুঁটিরামের।

এদিকে আশ্রম-স্বর্গে মৃগশিশুর মত বিচরণকালে ক্ষুদিরাম ও পুঁটি-রামের উপর নজর পড়েছে ভবতারিণীরও। কন্যাদায়গ্রস্থ চক্রবর্তীকে দায়মুক্ত করতে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ভবতারিণী উঠে পড়ে লাগল।

দিগম্বরী ঠাকুরাণীও চুপ করে বসে নেই। লোকবল, অর্থবল তাঁর প্রচুর। ঘটক (সুধাংশু)-কে লাগিয়ে এক সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম ও পুঁটিরামকে কনে দেখার নাম করে এনে ফেললেন তাঁর সাতমহলার একেবারে অন্দর মহলে। এনেই কয়েদ করে ফেললেন—একটিকে বলি দিয়ে, যাকে বলে জবাই করে তবে তিনি ছাড়বেন। অর্থাৎ ছাড়বেন অন্যটিকে। বিয়ে তাঁর হয় কি না তিনি দেখবেন।

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর আশ্রয়ে বাস করত তাঁর দূর আত্মীয়া দুটি কিশোরী—কমলা (সবিতা) ও বিমলা (মিতা)। ক্ষুদিরাম ও পুঁটিরামের দুর্দ্দশায় নিছক অহেতুক অনুকম্পায় কম্পিত হল যথাক্রমে কমলা ও বিমলার অন্তর। ফলে, মাঝরাতে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর বালিশের তলা থেকে কয়েদ খানার চাবি চুরি গেল দু-দুবার এবং শেষরাতে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে আশ্রম-স্বর্গে ফিরে এল একে একে দুটি গুম্ফবান অপ্সরী।

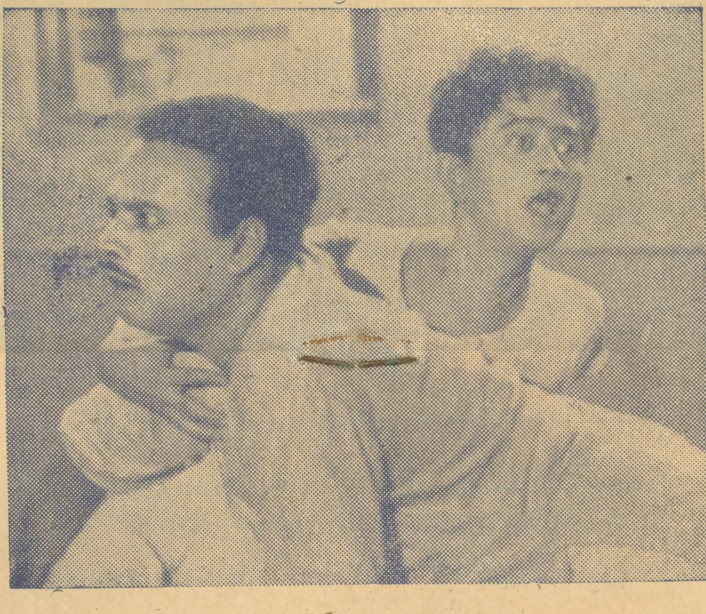

সকালে কয়েদখানা শূণ্য দেখে হুলুস্থূল পড়ে গেল দিগম্বরী ঠাকুরাণীর অন্দর মহলে। কমলা ও বিমলা এত দিনের আশ্রয় হতে বিতাড়িত হল এবং নির্বাসিত হল দিগম্বরী ঠাকুরাণীর জমিদারীর এক গণ্ডগ্রামে। আর সেই সঙ্গে পাঁচ শ' পাইক ছুটল জগত্তারিণী আশ্রম ঘেরাও করতে। একটি মশা-ও যেন আশ্রম হতে বেরুতে না পারে।

ভবতারিণী চটে গিয়ে যোগ দিল দিগম্বরী ঠাকুরাণীর দলে। আশ্রম-বাসী ভদ্রমহোদয়গণ ধূতি এবং নগদ বিদায়ের লোভে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল দুজনকে।

শুভদিনে শুভক্ষণে শুভযাত্রা করে দিগম্বরী ঠাকরুণ রওনা হলেন জগত্তারিণী আশ্রমের উদ্দেশে। বিবাহ-সভা সেখানেই। মহম্মদ যখন গররাজী তখন পর্বতকে কষ্ট করে নড়ে চড়ে যেতে হয় তার কাছে বা তাদের কাছে।

কিন্তু জগত্তারিণী আশ্রমে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর গাড়ি পৌঁছতেই উলুধ্বনি শোনা গেল।

উলু দেয় কে? এবং কেন? পাত্রী দিগম্বরী ঠাকুরাণী ত এখনো উপস্থিত হননি ছাদনা তলায়! তবে কি এবারেও বিয়ে হবে না তাঁর।

কিন্তু বিয়ে না হয়ে যাবে কোথায়? বিশেষত পাঁচ শ' পাইক যেখানে উপস্থিত। বিয়ে হল দিগম্বরী ঠাকুরাণীর। শুধু তাঁর নয় পুঁটিরামেরও। এবং শুধু তাঁদেরই নয়—ক্ষুদিরামেরও। তবে কার সঙ্গে কার, কার সঙ্গে কার নয়—ঠিক করাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল।

সুর—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণ : হরেন্দ্র বসু॥ শব্দ ধারণ : ইন্দু অধিকারী॥
সম্পাদনা : নানা বসু॥ মঞ্চ নির্মাণ : শচীন ভট্টাচার্য॥
ব্যবস্থাপনা : বলাই সেন॥ রূপসজ্জা : রণজিত দত্ত॥
স্থিরচিত্র : অক্টোফটো স্টুডিও॥

পরিচালনায় সহকারী : পীযূষ বসু, সনদ মিত্র, অশোক মৌলিক, প্রণব মজুমদার॥ চিত্র গ্রহণে : সুকুমার জী, দুখী নস্কর॥ শব্দ গ্রহণে : তারক দে॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : বিমল, কেষ্ট, জয়দেব, নরেশ ও তপন॥ ব্যবস্থাপনায় : হীরেন্দ্র সিংহ, সূর্য সিংহ॥

একমাত্র পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

জি,সি, বোথরার তত্ত্বাবধানে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিও-তে গৃহীত। শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাব-এ পরিস্ফুটিত।

গান

কমলার গান গেয়েছেন
সবিতা চট্টোপাধ্যায়

এ মালা কার জন্যে
পোষ ফাগুনের বিদায় গুণে
গেঁথেছ রাজকন্যে?
বিনিফুলের মালা
কোন সে সুতোয় গাঁথো
ফাগুন দিনের জ্বালা
বুঝেও বোঝো না তো!
ওগো ও রাজকন্যে,
হাজার রাখাল আকাশ পাতাল
তোমায় খুঁজে হন্যে!
ওগো ও রাজকন্যে
যদিও রাজকন্যে
তবুও রাজকন্যে
বন্ধ তুমি অন্ধ তুমি
প্রাসাদ অরণ্যে!

বিমলার গান গেয়েছেন
মিতা চট্টোপাধ্যায়

ফুল, ফুল হয়ে ফুটতে কুঁড়ি আঁখি খুলল
বুলবুল বাতাসের কানে কথা তুলল!
ঘুম ঘুম টুটে গেল বনে উপবনেতে
কুঙ্কুম ছড়ালো কে সেই মধুক্ষণেতে!
মধুব্রত মৌমাছি
বঁধু ছিল কাছাকাছি
সাথে সাথে ছুটে এল মধু মৌবনেতে!
হাতে হাতে পেল কুঁড়ি যৌবন-মূল্য!!
মৌমাছি, মৌ যাচি কোথা তুমি নাচগো
যৌবন মৌবনে বুঝি ভুলে আছ গো!
ফুল যদি ঝরে যায়
বুলবুল মরে যায়
শাখে শাখে বেঁধা কাঁটা শুধুই কি
যাচোগো
ভুল, ভুল, মৌমাছি, ভুলে মোরে ভুলল!

দিগম্বরীর গান গেয়েছেন
রাজলক্ষ্মী দেবী

মম যৌবন জর্জর জীবনে
এলে কে গো পান্থ ?

মৃদু মধুর মলয় বিজনে
এলে পথভ্রান্ত !

এলে মম নিশার স্বপন হয়ে কি ?
এলে অখণ্ড পরমায়ু লয়ে কি ?
এলে দূর দুরান্ত হতে কে গো
দুষ্ট, দুর্দান্ত !

প্রিয়তম হে, মোরে ভালবাসিতে
দিতে এলে প্রাণ কি হাসিতে হাসিতে।
এলে মম জর্জর জিয়া জুড়োতে
তব পতঙ্গ প্রাণ এলে পুড়োতে।
মম কান্ত, একান্ত, সে যে শেষে তুমি,
তুমি,
তুমি কে তা জানতো !

মেসের গান গেয়েছেন
অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়
ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

হে হে হে—
এত হে বিমর্ষ কেন ?
ভুলে গেলে হর্ষ কেন ?
এই রাতটুকু পোয়ালে—
ভয় ভীতি ভাবনা
চলে যাবে পাবনা
সুখে কাটো জাবনা
দিগম্বরীর গোয়ালে !
তবু হে বিমর্ষ কেন ?
মুখে ত্র্যহস্পর্শ কেন ?
আইবুড়ো নাম যদি খোয়ালে !
ভীত শঙ্কিত হে
হৃত সম্বিৎ হে
শীত কম্পিত হে
প্রাণ বুঝি চেপে আছো চোয়ালে।
তবু হে বিমর্ষ কেন ?
অত পরামর্শ কেন ?
বার কর তেল আর তোয়ালে !

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান :—
গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু
পরিচালনা :—
বংশী আশ

746

বসুমিত্রের অমৃত - রস - নির্ঝর

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর

চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে

7116

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

শ্রেষ্ঠাংশে

ভানু "বাঁড়ুজ্যে" • জহর "চাটুজ্যে"

সবিতা চট্টো • গুরুদাস • মিতা চট্টো • শিশির

অজিত • হুয়া • শীতল • অনিল • সুধাংশু

সরল • সুশীল • পূর্ণিমা • রাজলক্ষ্মী